শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

SURNAME CHANGE

I, Manasi Mondal, Wife of Tanmoy Mondal, residing at Vill-Akna, P.O. Mallickpur, P.S. Baruipur, Dist. South 24 Parganas, Kolkata-700145, have changed my name from Manasi Gayen to **Manasi Mondal** and henceforth I shall be known as **Manasi Mondal** in all purpose, as sworn before Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipur vide Affidavit No. 69 dated 16.09.2026. "**Manasi Mondal**" and "Manasi Gayen" both are same and identical person.

নাম-পদবী

আমি Md. Rasid Ali 03/09/2026 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নবদ্বীপ কোর্টে এফিডেভিটে আমার পিতা Mahammad Mondal ও Mohammad Sheikh উভয়ে একই ব্যক্তি হইল। পিতার আসল নাম Mahammad Mondal.

নাম-পদবী

21/09/26 এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে Asraful Deoyan ও Asaraful Deoyan উভয়ে একই ব্যক্তি হইল।

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 24/06/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 15330 নং এফিডেভিড বলে আমি Kazi Jiyaul Haque ও Ziaulhaque E Kazi S/o. Kazi Earshadul Haque @ Ershadul Hak সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 23/09/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 52 নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Ibrahim Mondal S/o. Sk Abdul Rajak Mondal ও Sk Ibrahim Mondal S/o. Lt. A. R. Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

I AISHWARYA SINHA, daughter of Shri Subrata Sinha R/o Pratappur Road, Pratappur, P.O. - Chinsurah HO, P.S. - Chinsurah, Ward No. - 13, District - Hooghly, Pin - 712101, West Bengal, have changed my Name from SANCHARI SINHA to AISHWARYA SINHA vide Affidavit No. 22916 sworn before the LD. JUDICIAL MAGISTRATE 1ST CLASS HOOGHLY AT CHINSURAH. Henceforth, I shall be known as AISHWARYA SINHA instead of SANCHARI SINHA and all my relevant documents should be corrected accordingly. It is further stated that SANCHARI SINHA and AISHWARYA SINHA is the same and one identical person.

গত 10/09/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 21352 নং এফিডেভিড বলে আমি Sk Sahid S/o. Sk Iyad Ali ও Sekh Sahid S/o. Sk I Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আমরা (১) নমিতা পান্ডে, স্বামী- প্রেম পান্ডে, সাং - মাধবপুর (২) বর্ণালী মন্ডল, স্বামী - প্রভাত মন্ডল, সাং- নাইয়াপাড়া, পোঃ + থানা - ডায়মন্ড হারবার, জেলা - দঃ ২৪ পরগনা ধনবেড়িয়া মৌজায় ৩০.১২.২০২২ তারিখে ৭১৮২/২২ নং (এ.ডি.এস.আর. ডায়মন্ড হারবার) আমমোক্তার দলিলে দাতাগন প্রবীর দাস, বিদুর দাস, রবীন দাস, নীলু দাস, নীলরতন দাস দ্বারা নিযুক্ত আমমোক্তারদ্বয় গৌতম দলুই ও জ্যোতির্ময় প্রামানিক এর নিকট হইতে ডায়মন্ড হারবার এ.ডি.এস. আর. অফিসে 5887/25, 729/26 দলিলমূলে LR-13 দাগে 2395, 2392, 2396, 2394, 2393 নং খতিয়ানে ২ শতক করে ভূমি ক্রয় করিয়া নিজ নামে রেকর্ড করার জন্য আবেদন করিয়াছি যাহার কেস নং-MN/2026/1617/1038 এবং MN/2026/1617/1629। উক্ত বিষয়ে আমমোক্তার দাতাগনের বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইতে ১৫ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. ডাঃ হারবার -১ নং নিকট আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলীর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট সদর আদালত, হুগলী।

২০২৫ সালের ৩৭ নং এ্যাক্ট ঊনচল্লিশ মোকর্দ্দমা।

অনুপম ব্যানার্জী, পিতা - মৃত সুধীর কুমার ব্যানার্জী, সাকিম - ২৫ বি, বি, সি, মুখার্জী রোড, ত্রিবেণী, পোঃ ত্রিবেণী, থানা - মগরা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৫০৩।.. **দরখাস্তকারী**

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, দরখাস্তকারীর ভ্রাতা অধুনামৃত **শুভময় ব্যানার্জী** পিতা- মৃত সুধীর কুমার ব্যানার্জী সাকিম - বি, সি, মুখার্জী রোড, ত্রিবেণী, পোঃ - ত্রিবেণী, থানা- মগরা, জেলা হুগলী মহাশয়ের নামীয় হাওড়া ডিভিশনের, জেলা হুগলীর চুঁচুড়া থানার অন্তর্গত চুঁচুড়া শাখায় ক্রুকেড লেন স্ট্রীটে লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়ার নিকট **১৩,৫০,০০০**, **(তের লক্ষ পঞ্চাশ হাজার)টাকা** তৎসহ ইন্টারেস্ট পাইবার নিমিত্ত অত্র সাকসেশন মোকর্দ্দমা দাখিল করিয়াছেন। এক্ষণে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হইবার ৩০ দিনের মধ্যে যদি কাহারো কোনও আপত্তি থাকে, তাহা হইলে তিনি স্বয়ং বা নিযুক্তীয় উকিলবাবু মারফৎ অত্র আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় এক তরফা শুনানী হইয়া সাকসেশন সার্টিফিকেট ইস্যু করা হইবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে :
বিপ্লব দে, উকিলবাবু

আদালতের নির্দেশানুসারে
জ্যোতির্ময় সরকার, সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট সদর আদালত, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **শেখ ওসমান**, পিতা মরহুম সেখ ইউসুফ, সাকিম হাটখোলা চলকেপাড়া, উত্তর চন্দননগর, চন্দননগর, হুগলী-৭১২১৩৬, মহাশয় বিগত ইং ০৬/০৩/২০২৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পাভুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত **I-01099/2026** নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**সেখ মফিজুল ইসলাম**, পিতা আব্দুল রহিম, সাকিম ভায়রা, কুতুবমহল, বেলুন, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯), ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ১৬/০৪/২০২৬ তারিখে ডি.এস.আর.-I, পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত **I-05098/2026** নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **মহঃ সলীম**, পিতা আব্দুল রাজ্জাক, সাকিম ১২/৬৪৯ জুট মিল কোয়ার্টার আগারপাড়া, পানিহাটি, খামারগাছি, নৈহাটী, উত্তর ২৪ পরগণা-৭০০০৫৮, মহাশয়কে বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল**– জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা ভায়রা, জে.এল. নং ১০২, হাল এল.আর. ২০৫৫ নং খতিয়ান হইতে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৮৩৬ নং দাগে শালি বর্তমানে ভিটি যোগ্য জমি ষোল আনায় ২২ শতকের মধ্যে ০.৫২৫০ অংশে ১১.৫৫ শতকের মধ্যে **০৩.৫০ কাঠা বা ৫.৭১ শতক** উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **মহঃ সলীম**, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ **নামে** নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও **পান্ডুয়া ব্লক** অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

সেখ সইদুর রহমান, আমমোক্তার

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হইতেছে যে, ২৯.০৬.১৯৫৬ তারিখে এস আর ব্যারাকপুরে রেজিস্ট্রিকৃত আসল সাফ বিক্রয় কোবালা যাহা শ্রী বরদা কান্ত ভট্টাচার্যের অনুকূলে রেজিস্ট্রিকৃত হয়েছিল, তাহা হারাইয়া গিয়াছে। যাহার বুক নং-I, ভলিউম নং-৬৫, পৃষ্ঠা নং ১২২ হইতে ১২৪-তে লিপিবদ্ধ এবং ১৯৫৬ সালের ০৫৯৩৯ নং দলিল হিসাবে রেজিস্ট্রিকৃতআছে।

উক্ত দলিলটি উত্তর ২৪ পরগণা জেলার গারুলিয়া পৌরসভার অন্তর্গত মৌজা–গারুলিয়া, জে.এল. নং–০১, আর.এস. নং–১, তৌজি নং–২৪৬০/২৪৬১, দাগ নং–১৭৭৬, খতিয়ান নং–৩০৯-এর অন্তর্ভুক্ত, সর্বমোট ০২ কাঠা ০৮ ছটাক ০৬ বর্গফুট (কম-বেশি) পরিমাণ জমি সম্পর্কিত।

আমার মক্কেল শ্রী তাপস ভট্টাচার্য মহাশয় উক্ত মূল দলিলটি হারাইয়া যাওয়ার বিষয়ে ১১.০৯.২০২৬ তারিখে নোয়াপাড়া থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (G.D.E. নং–৬৯১) দায়ের করিয়াছেন।

যদি কোনো ব্যক্তি উক্ত মূল দলিলটি পাইয়া থাকেন অথবা উক্ত সম্পত্তির উপর কাহারও কোনো প্রকার আইনত দাবি, স্বত্ব, অধিকার, দায়বদ্ধতা বা আপত্তি থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ১৪ দিনের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় লিখিতভাবে দাবি বা আপত্তি জানাইতে হইবে। অন্যথায়, নির্ধারিত সময়সীমার পর উত্থাপিত কোনও দাবি বা আপত্তি গ্রহণযোগ্য হইবে না।

দিব্যেন্দু চৌধুরী এন্ড অ্যাসোসিয়েটস
(অ্যাডভোকেটস)
ইউনিট নং–১১ই, ১১ তলা, ওলিসা হাউস,
৪, গভর্নমেন্ট প্লেস, কলকাতা–৭০০০০১

LEGAL NOTICE

Our client, Shri Pawan Prahladka, has filed an application under section 9 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 being Misc Arb (Com) 104 of 2024 [Pawan Prahladka Vs. Sri Guru Singh Sabha & Ors.] before the Learned Commercial Court at Alipore, South 24 Parganas, praying, inter alia an order of injunction and other reliefs.

Mr. Inderjeet Singh Chawla, the respondent no. 5 have moved out of his last address. By the order dated the 10 August, 2026, the Learned Judge, Commercial Court at Alipore was pleased to effect service by paper publication. Mr. Inderjeet Singh Chawla is hereby informed and requested to appear before the Learned Judge, Commercial Court at Alipore on 28 September, 2026, when the application will be taken up for hearing as directed.

S. Kakrania & Co., *Advocates,*
10, Old Post Office Street,Kolkata 700 001.
Dated: 18.09.2026
E-mail: skakrania.co@gmail.com

জেলা- নদীয়া, মোকাম নবদ্বীপের মাননীয় সিভিল জজ (জুঃ ডিঃ) আদালত
মিস সাকশেসান কেস নং ০৭/২০২৫
পিটিশনার :- প্রেম গোপাল গোস্বামী বনাম সাইটি :- নিত্য গোপাল গোস্বামী

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত দরখাস্তকারী মৃত মদন গোপাল গোস্বামী, পিতা- স্বর্গীয় যাদু গোপাল গোস্বামী, সাং- ৩৯, ব্রজানন্দ গোস্বামী রোড, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, তাক্ত সম্পত্তির সাকশেশান সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য উক্ত মোকদ্দমা রুজু করিয়াছেন; যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিতের দিন হইতে ৩০ দিনের মধ্যে আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক আদেশ হইবে।

SCHEDULE-A

Estate of the deceased Late Madan Gopal Goswami

Sl No.	Name of Bank & Branch	Fix Deposit No.	Amount
1.	Allahabad Bank Poramatala Branch	FD/F484510/21/175	₹ 15,000.00
2.	United Bank of India Hatibagan Branch	CSPC/C890489	₹ 93,477.00
3.	United Bank of India Hatibagan Branch	CSPC/C890488 - A/C No. TD-177764	₹ 23,305.00
4.	United Bank of India Hatibagan Branch	CSPC/C890487 - A/C No. TD-177756	₹ 23,305.00
5.	State Bank of India Nabadwip Branch	FD STDR No. 614162 - A/c No. 0129200995302	₹ 26,190.00
6.	State Bank of India Nabadwip Branch	FD STDR No. 614161 - A/c No. 0129200995301	₹ 8,730.00
7.	United Bank of India Poramatala Branch	CSPC/D629533 - A/c No. 136782 (SC)	₹ 10,000.00
8.	United Bank of India Poramatala Branch	CSPC/D629525 - A/c No. 136707 (SC)	₹ 40,515.00
9.	United Bank of India Poramatala Branch	CSPC/D629524 - A/c No. 136693 (SC)	₹ 40,515.00
10.	United Bank of India Poramatala Branch	CSPC/D629522 - A/c No. 136677 (SC)	₹ 40,515.00
11.	State Bank of India Nabadwip Branch	FD Receipt No. SD A 68639592 - A/c No. 0129200983704	₹ 1,18,434.00
12.	United Bank of India C.I.T Road Branch	CSP 105194	₹ 14,058.00
13.	United Bank of India C.I.T Road Branch	CSP 105193	₹ 52,000.00
14.	State Bank of India Nabadwip Branch	A/c No. 11303623498	₹ 12,48,201.76
15.	State Bank of India Nabadwip Branch	A/c No. 011303616083	₹ 5,43,151.07
16.	United Bank of India Poramatala Branch	A/c No. 0216010251089	₹ 1,12,195.77
17.	United Bank of India Poramatala Branch	A/c No. 02160101003934	₹ 834.87
18.	Allahabad Bank Poramatala Branch	A/c No. 603	₹ 5,86,827.84

TOTAL AMOUNT (SCHEDULE - A), ₹ 29,97,255.31

SCHEDULE-B

Estate of the deceased Late Madan Gopal Goswami

Sl. No	Receipt No	Date of Maturity	Amount
1.	U 0583849	28/08/2004 to 28/02/2006	₹ 10,847.00
2.	U 0584023	06/10/2004 to 06/04/2006	₹ 10,874.00

TOTAL AMOUNT (SCHEDULE - B), ₹ 21,721.00
Total Amount of SCHEDULE (A + B): ₹ 30,18,976.31 + applicable interest and Other charges.
আদেশানুসারে- রাজনারায়ণ ব্যানার্জ্জী, ৩১.০৮.২৬, সেরেস্তাদার, নবদ্বীপ কোর্ট

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)আকবর বিশ্বাস**, পিতা মরহুম এজহারুল ইসলাম, **২)ফাইজুদ্দিন বিশ্বাস**, পিতা মরহুম সিদ্দিক হোসেন বিশ্বাস, **৩)মতিউর রহমান**, পিতা মরহুম এজহারুল ইসলাম, **৪)আলাউদ্দিন বিশ্বাস**, পিতা মরহুম সিদ্দিক হোসেন বিশ্বাস ওরফে সিদ্দিক হোসেন, **৫)হবিবুর রহমান**, পিতা মরহুম সিদ্দিক হোসেন বিশ্বাস ওরফে সিদ্দিক হোসেন, সকলের সাকিম ঔরঙ্গবাদ, সুতী, মুর্শিদাবাদ, হাল সাকিম পান্ডুয়া বোসপাড়া (খতিব মহল্লা), পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয়/ মহাশয়াগণ বিগত ইং ০৫/০৮/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-04607/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**সইদুর রহমান**, পিতা মরহুম আবুল কাসেম, সাকিম পুরুষোত্তমপুর, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯), ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ২২/০৫/২০২৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-02091/2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)শেখ ইমতিয়াজ**, পিতা শেখ মুস্তাক, **২)সেখ হাসমত**, পিতা সেখ মুস্তাক, উভয়ের সাকিম পান্ডুয়া সাতঘড়িয়া, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয়দ্বয়কে বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল**– জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা পান্ডুয়া, জে.এল. নং ১০৮, হাল এল.আর. ৮১৩৮, ৮৫৪১, ৮৫৫৩, ৮৫৫৪ ও ৮৫৫৫ নং খতিয়ান হইতে, আর.এস. ১২৩৬ তথা হাল এল.আর. ১৫১৬ নং দাগে শালি বর্তমানে ভিটি যোগ্য জমি ষোল আনায় ৯২ শতক মধ্যে ২১ শতক তন্মধ্যে **০৫ কাঠা বা ৮.২৬ শতক** উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাদ্বয় **১)শেখ ইমতিয়াজ, ২)সেখ হাসমত**, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ **নামে** নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও **পান্ডুয়া ব্লক** অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

সইদুর রহমান, আমমোক্তার

এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আমার মক্কেলগন জেলা- হুগলী, থানা-ভদ্রেশ্বর, মৌজা-ভদ্রেশ্বর, জে.এল. নং-১২, হাল খতিয়ান নং-১৪৭১, ২৪৯৫, ২৬৬৬, হাল দাগ নং- ১। ৬০১১ নং দাগে ০.২২ একর, ২। ৬০১৪ নং দাগে ০.০৫১ একর, ৩। ১৪৯ নং দাগে ০.০০৭ একর সম্পত্তি ১) দেবাশীষ ঘোষ, ২) রুনা ঘোষ এর পক্ষে ০২/ ০৬/ ২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চন্দননগর অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ১২৮৯/ ২০২৫ নং আমমোক্তার নামা মূলে রাজু মন্ডল, পিতা-বিষ্টুপদ মন্ডল-কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। পরবর্তিতে আমার মক্কেলগন উক্ত আমমোক্তার নামা মূলে আমমোক্তার গ্রহীতার নিকট হইতে ভিন্ন ভিন্ন দলিল মূলে উক্ত সম্পত্তি ক্রয় করেন। বর্তমানে আমার মক্কেলগন নিজ নিজ দলিল মূলে উক্ত সম্পত্তি মিউটেশনের জন্য আবেদন করবেন। উক্ত আমমোক্তার নামা বা অত্র দাগগুলিতে কোন অভিযোগ থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে খলিসানী বি.এল.আর.ও. অফিসে লিখিত অভিযোগ জানাবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক আবেদনগুলি নিষ্পত্তি করা হইবে।

শ্রী গৌতম মাইতি
এ্যাডভোকেট
চন্দননগর কোর্ট, জেলা-হুগলী

এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আমার মক্কেলগন জেলা- হুগলী, থানা-ভদ্রেশ্বর, মৌজা-ভদ্রেশ্বর, জে.এল. নং- ০৬, হাল খতিয়ান নং-৫৬৯, হাল দাগ নং- ১০০৫ নং দাগে ০.১১ একর সম্পত্তি ১) মায়া পাত্র, ২) সুকান্ত পাত্র, ৩) কাজল মাল- এর পক্ষে ১৮/ ০১/ ২০১৮ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চন্দননগর অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ২০/ ২০১৮ নং আমমোক্তার নামা মূলে শ্রী প্রবীর পাত্র-কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। পরবর্তিতে আমার মক্কেলগন উক্ত আমমোক্তার নামা মূলে আমমোক্তার গ্রহীতার নিকট হইতে ভিন্ন ভিন্ন দলিল মূলে উক্ত সম্পত্তি ক্রয় করেন। বর্তমানে আমার মক্কেলগন নিজ নিজ দলিল মূলে উক্ত সম্পত্তি মিউটেশনের জন্য আবেদন করবেন। উক্ত আমমোক্তার নামা বা অত্র দাগে কোন অভিযোগ থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে খলিসানী বি.এল.আর.ও. অফিসে লিখিত অভিযোগ জানাবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক আবেদনগুলি নিষ্পত্তি করা হইবে।

শ্রী গৌতম মাইতি
এ্যাডভোকেট
চন্দননগর কোর্ট, জেলা-হুগলী

এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আমার মক্কেলগন জেলা- হুগলী, থানা-ভদ্রেশ্বর, মৌজা-গৌরহাটী চাঁপদানী, জে.এল. নং-২১, হাল খতিয়ান নং-১৮৫৮/ ১, ১৯২০/ ২, হাল দাগ নং-২৬৫০ নং দাগে ০.০৮৫ একর সম্পত্তি ১) রতন কুমার সা, ২) রাজেন কুমার সা-উভয়ের পিতা- কানাইলাল সা-এর পক্ষে ০৬/ ০২/ ২০১৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চন্দননগর অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৩৯/ ২০১৫ নং আমমোক্তার নামা মূলে শ্রী সন্তোষ কুমার মন্ডল, পিতা-বিনোদ মন্ডল-কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। পরবর্তীতে আমার মক্কেলগন উক্ত আমমোক্তার নামা মূলে আমমোক্তার গ্রহীতার নিকট হইতে ভিন্ন ভিন্ন দলিল মূলে উক্ত সম্পত্তি ক্রয় করেন। বর্তমানে আমার মক্কেলগন নিজ নিজ দলিল মূলে উক্ত সম্পত্তি মিউটেশনের জন্য আবেদন করবেন। উক্ত আমমোক্তার নামা বা অত্র দাগগুলিতে কোন অভিযোগ থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে খলিসানী বি.এল.আর.ও. অফিসে লিখিত অভিযোগ জানাবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক আবেদনগুলি নিষ্পত্তি করা হইবে।

শ্রী গৌতম মাইতি
এ্যাডভোকেট
চন্দননগর কোর্ট, জেলা-হুগলী

আমি রনিত দাস, (I-603/21, & I-604/21, ADSR DH) নং দলিল মূলে ক্রয় করিয়াছি, আমার দলিলের বিক্রেতা IV-51/09 (ADSR Diamond Harbour) নং আমমোক্তার নামা মূলে প্রাপ্ত গ্রহীতা গনেশ জটী, আমাদের কে বিক্রয় করিয়াছেন, আমমোক্তার বিক্রেতা দাতা হলেন ললিত কুমার হালদার। তপশীলঃ মৌজা - ধনবেড়িয়া, জে. এল. ১৪৩, খতিয়ান নং - ৮৫০ দাগ নং - ১৪৪০, পরিমান - ১২ ও ১২ = ২৪ শতক। উপরিউক্ত গ্রহীতা ক্রয় করিয়া নামপত্তনের আবেদন করিয়াছি। উক্ত বিষয়ে আমমোক্তার দাতাগণের বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইতে এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L. & L.R.O. ডায়মন্ড হারবার-১ নং নিকট আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য হইবে।
রনিত দাস M : 81458 70077

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রীমত্যা অন্নপূর্না কুমার**, স্বামী ৺হরি নারায়ন কুমার, **২)শ্রী গোপীনাথ কুমার**, পিতা ৺হরি নারায়ন কুমার, উভয়ের সাকিম মগরাগঞ্জ, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ০৪/০৬/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত **I-07076/2025** নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমার মক্কেল **শ্রী রবীন ধাড়া**, পিতা ৺বিজয় ধাড়া, সাকিম নতুনগ্রাম, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল **তপশীল**: জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা কোলা, ২০ নং জে.এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ৭ নং ও ১৭৭ নং খতিয়ান হইতে, আর.এস. তথা হাল এল.আর ১০৩৪ নং দাগে শালি বর্তমানে ভিটি যোগ্য জমি ষোল আনায় ২০ শতক তন্মধ্যে বিগত ইং ০৪/০৬/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত **১) I-07079/ 2025** নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী সৌমিত্র দাস**, মাতা মামনি দাস, পিতা ভুবন চন্দ্র দাস, সাকিম আগারহাটী সেখপাড়া, আগারহাটী, সন্দেশখালি হাল ন্যাজট, উত্তর ২৪ পরগণা-৭৪৩৩২৯, মহাশয়কে **০১.৫০ শতক**, এবং **২) I-07080/2025** নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী সৌরভ দাস**, মাতা মামনি দাস, পিতা ভুবন চন্দ্র দাস, সাকিম আগারহাটী সেখপাড়া, আগারহাটী, সন্দেশখালি হাল ন্যাজট, উত্তর ২৪ পরগণা-৭৪৩৩২৯, মহাশয়কে **০১.৫০ শতক**, **একুনে দুইটি পৃথক পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন।** এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাদ্বয় **১)শ্রী সৌমিত্র দাস, ২)শ্রী সৌরভ দাস**, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও **মগরা-চুঁচুড়া ব্লক** অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),
চন্দননগর আদালত, হুগলী

দলিল হারানোর বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **শৈবাল ঘোষ,** পিতা বিমল কুমার ঘোষ, সাং কাঁকুণা, পোস্ট শশাঙ্গা, থানা খণ্ডঘোষ, জেলা পূর্ব বর্ধমান, মহাশয়ের স্থায়ী বাসিন্দা হইতেছে। প্রকাশ থাকে যে, ভূতনাথ গড়াই মহাশয় বিগত ইং 30/01/1996 তারিখে A.D.S.R. খণ্ডঘোষ, পূর্ব বর্ধমান অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত **0052/1996 নম্বর দানপত্র দলিল** মূলে প্রমোদ রঞ্জন গড়াই মহাশয়কে, তপশীল- জেলা পূর্ব বর্ধমান, থানা খণ্ডঘোষ, মৌজা শশাঙ্গা, ২৭ নং জে.এল. ভুক্ত, সাবেক তথা হাল ৩১৪৪ ও ৩১৪৫ নং দাগে, বর্তমান খতিয়ান ৮৬২, মোট ১৩ ডেসিমাল সম্পত্তি দানপত্র করিয়া দেন। পরবর্তীকালে সম্পত্তিটি আমার মক্কেল বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে প্রমোদ রঞ্জন গড়াই মহাশয়ের নিকট হইতে খরিদ করেন। আরো প্রকাশ থাকে যে, উক্ত **0052/1996** নম্বর অরিজিনাল দানপত্র দলিলটি, যাহা আমার মক্কেলের খরিদা সম্পত্তির চেন দলিল হইতেছে, তাহা আমার মক্কেল শৈবাল ঘোষ মহাশয়ের নিকট হইতে বিগত ইং 09/09/2019 তারিখে হারিয়ে গেছে এবং এখনো অমিল। এই মর্মে আমার মক্কেল স্থানীয় **খণ্ডঘোষ থানায়** একটি জেনারেল ডায়েরী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যাহার **জি.ডি.ই নং 1088 তারিখ 20/09/2026**। প্রকাশ থাকে যে, চণ্ডী মাতা রাইস মিল-এর পক্ষে ডাইরেক্টর, আমার মক্কেল **শৈবাল ঘোষ**, বর্তমানে উক্ত সম্পত্তির মালিক হইতেছেন। এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, এক্ষণে কোন সহৃদয় ব্যক্তি উক্ত দানপত্র দলিলটি পাইয়া থাকিলে বা উক্ত দলিলটি সম্পর্কে কোন ব্যক্তি, ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কোন বক্তব্য, দাবী দাওয়া বা অভাব অভিযোগ থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে তথ্য প্রমান সহ লিখিত ভাবে নিম্নোক্ত ঠিকানায় জানাইতে হইবে নতুবা পরবর্তী কালে কোন দাবি দাওয়া বাতিল ও নামাঞ্জুর বলিয়া গন্য হইবে। উক্ত দলিলটি দিয়ে কেহ কোন লেনদেন করিলে তাহা সর্ব আদালতে নামঞ্জুর হইবে।

ইতি- প্রিয়াঙ্কা দে, এডভোকেট,
হুগলী জেলা জজ আদালত

জেলা নদীয়া মোকাম নবদ্বীপের সিভিল জজ (জুঃ ডিঃ) আদালত
Misc. Violation:- 30 / 2024
T.S.- 143/2024
বাদী :- মধুসূদন সরকার,
বনাম
বিবাদী :- স্বপন ভৌমিক দীগরের

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত নং মোকদ্দমা প্রতিপক্ষ/বিবাদীগন, নবদ্বীপ সিভিল জজ (জুঃ ডিঃ) আদালতের ইনজাংশান আদেশ অমান্য করিবার হেতু Violation -এর দাবীতে দরখাস্তকারী/বাদী অত্র Misc. Violation:- 30/2024 নং মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন। উক্ত মোকদ্দমায় মোঃ বিবাদী ৪ ও ৫ নং মোঃ বিবাদীদ্বয় যথা **৪) শ্যামল সরকার, ৫) সুমিত সরকার,** উভয়ের পিতা- স্বর্গীয় সত্যেশ্বর সরকার, উভয়ের সাং- তাঁতিপাড়া, ওয়ার্ড নং- ১৭, পোঃ ও থানা- কাটোয়া, জেলা- পূর্ব-বর্ধমান, পিন- ৭১৩১৩০, -এর পক্ষে মোকদ্দমার সমন জারী না হওয়ায় অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া জানানো যাইতেছে যে উক্ত ৪ ও ৫ নং মোঃ বিবাদীদ্বয় যদি অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে আদালতে হাজির হইবেন অন্যথায় উক্ত মোঃ বিবাদীর বিরুদ্ধে এক তরফা আদেশ হইয়া যাইবে। **তপশীল- ক**:জেলা- নদীয়া, থানা- নবদ্বীপ, মৌজা- ২০ নং নবদ্বীপ মধ্যে আর. এস. ১৭০০ পূর্ব এল. আর. ৮৭০৫/১, ৩৩১৭/১, ৫৯৬১/১ হাল এল. আর. ৯৩৬৬/১ নং খতিয়ান ভুক্ত আর. এস. ১৬৬৮ এবং এল. আর. ৪০৯৭ নং দাগ ভুক্ত গৃহ সম্পত্তি ; যাহা পৌরসভার ১৩ নং ওয়ার্ডের পোড়ামাতলা রোডস্থ ১৪৪ নং হোল্ডিং ভুক্ত ত্রিতল বাড়ী সম্পত্তি হইতেছে, যেথায় বাদী তাহার পরিবার লইয়া বসবাস করেন; নেচার- বাড়ী, পরিমান- চার (৪) শতক, যাহার উত্তরে- রমা দত্তের ত্যক্ত সম্পত্তি ও তিন দশমিক ছয় ফুট চওড়া, উত্তর- দক্ষিন লম্বা এজমালী গলিপথ, দক্ষিনে- হৃষিকেশ মোদকের বাড়ী, পূর্বে- পাঁচকড়ি ঘোষের বাড়ী, পশ্চিমে- পোড়ামাতলা রোড। **তপশীল- খ**: জেলা- নদীয়া, থানা- নবদ্বীপ, মৌজা- ২০ নং নবদ্বীপ মধ্যে আর. এস. ১৬৯৯ পূর্ব এল. আর. ৩১৪৭৭ নং খতিয়ান ভুক্ত আর. এস. ১৬৬৫ ও এল. আর. ৪০৯৬ নং দাগ ভুক্ত সম্পত্তি ; যাহা পৌরসভার ১৩ নং ওয়ার্ডের পোড়ামা তলা রোডস্থ ১৪৩ নং হোল্ডিং ভুক্ত ভূমি সম্পত্তি হইতেছে। **তপশীল-গ**: জেলা- নদীয়া, থানা- নবদ্বীপ, মৌজা- ২০ নং নবদ্বীপ মধ্যে আর. এস. ১৭০০ পূর্ব এল. আর. ৮৭০৫/১, ৩৩১৭/১, ৫৯৬১/১ হাল এল. আর. ৯৩৬৬/১ নং খতিয়ান ভুক্ত আর. এস. ১৬৬৮ এবং এল. আর. ৪০৯৭ নং দাগ ভুক্ত গৃহ সম্পত্তির সর্ব উত্তর-পশ্চিম অংশ হইতে দুই ফুট দুই ইঞ্চি চওড়া ও এগারো ফুট লম্বা অর্থাৎ (২.১৬৭ x ১১) বর্গ ফুট অর্থাৎ ২৩.৮৩৭ বর্গ ফুট (তেইশ দশমিক আট তিন সাত বর্গফুট) ; যাহা পৌরসভার ১৩ নং ওয়ার্ডের পোড়ামা তলা রোডস্থ ১৪৪ নং হোল্ডিং ভুক্ত সম্পত্তি হইতেছে। এই 'গ' তপশীল বর্নিত সম্পত্তি উপরি লিখিত 'ক' তপশীল বর্নিত সম্পত্তির অবিচ্ছেদ্য একাংশ হইতেছে।

By order of the Court
রাজনারায়ন ব্যানার্জ্জী, সেরেস্তাদার
সিভিল জজ (জুঃ ডিঃ) আদালত,
নবদ্বীপ, নদীয়া। ২২/৯/২৬

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটিপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ **৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

‘গুণ্ডা দমন বিল ফেরত’ খবর ভুয়ো, রাষ্ট্রপতির কাছে এখনও যায়নি বিল দাবি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের বহুল আলোচিত জননিরাপত্তা বিল বা কথিত ‘গুণ্ডা দমন বিল’ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ফেরত পাঠিয়েছেন বলে যে খবর ছড়িয়েছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার রাতে নবান্নে মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব ও ডিজিপিকে পাশে নিয়ে জরুরি সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, বিলটি এখনও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বিবেচনাধীন। রাষ্ট্রপতির কাছে তা পাঠানোই হয়নি।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ‘‘রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য কোনও বিল পাঠাতে হলে তা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের মাধ্যমে যায়। এই বিল এখনও সেই মন্ত্রকের প্রক্রিয়ার মধ্যেই রয়েছে। রাষ্ট্রপতি মহোদয়ের কাছে পৌঁছয়নি। ফলে বিল ফেরত পাঠানোর প্রশ্নই ওঠে না।’’

শুভেন্দুর দাবি, সংবাদমাধ্যমের একাংশ এবং রাজনৈতিক মহলের একটি অংশ ইচ্ছাকৃতভাবে বিভ্রান্তিকর খবর ছড়াচ্ছে। তাঁর কথায়, ‘‘এটা সম্পূর্ণ ফেক, বেসলেস এবং আর্টিফিশিয়ালি তৈরি করা সংবাদ। যারা আনন্দ প্রকাশ করছেন, তাঁরা আসলে এই আইনের ভয়ে রয়েছেন।’’

মুখ্যমন্ত্রী জানান, বিলের দুটি অংশ রয়েছে। তার মধ্যে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা এবং ক্ষতিপূরণ আদায়ের সংক্রান্ত অংশ ইতিমধ্যেই কার্যকর হয়েছে। সেই আইনের ভিত্তিতে বিভিন্ন জায়গায় পদক্ষেপও করা হয়েছে। অপর অংশে নির্দিষ্ট অপরাধকে অজামিনযোগ্য করার প্রস্তাব থাকায় সংবিধানের ২৫৪(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির সম্মতি প্রয়োজন। সেই কারণেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের মাধ্যমে বিলটি পাঠানো হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ‘‘বিলের কোথাও ‘গুণ্ডা’ শব্দটি নেই। এই নাম সংবাদমাধ্যমই দিয়েছে। আমরা এটিকে জননিরাপত্তা সংক্রান্ত আইন হিসেবেই এনেছি।’’

এনডিপিএস আইনের সঙ্গে সংঘাতের প্রশ্নও উড়িয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, অন্ধ্রপ্রদেশ ও কেরল অতীতেও একই ধরনের বিধান রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নিয়ে কার্যকর করেছে। পশ্চিমবঙ্গও একই সাংবিধানিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করছে এবং অনুমোদন মিলবে বলেই সরকার আত্মবিশ্বাসী।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে শুভেন্দু বলেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক রাজ্যের কাছে কোনও ব্যাখ্যা চায়নি। তাঁর দাবি, ‘‘প্রশ্নই ওঠে না। আমাদের সূত্র অনুযায়ী বিল এখনও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বিবেচনাধীন।’’

বিরোধীদের উদ্দেশে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘যারা নিজেদের গুন্ডা মনে করেন, তারাই এই বিল নিয়ে সবচেয়ে বেশি চর্চা করছেন। এই আইন কার্যকর হলে ভবিষ্যতে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার সুযোগ আর থাকবে না বলেই তাঁদের অস্বস্তি।’’

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, বিল নিয়ে অযথা বিভ্রান্তি না ছড়িয়ে সরকারি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করা উচিত। তাঁর কথায়, ‘‘গল্পের গোরু গাছে তুলে কোনও লাভ নেই।’’

৫ অক্টোবরের মধ্যে ২০ শতাংশ বোনাস চা-শ্রমিকদের, ১০ দিনের মধ্যে বন্ধ চা-বাগান খোলার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: দুর্গাপুজোর মুখে রাজ্যের চা শ্রমিকদের জন্য বড় ঘোষণা করল রাজ্য শ্রম দপ্তর। শুক্রবার চা-শ্রমিকদের পুজোর আগে ২০ শতাংশ বোনাস দেওয়ার জন্য বাগান কর্তৃপক্ষকে সময়সীমা বেঁধে দিল রাজ্য সরকার। আগামী ৫ অক্টোবরের মধ্যে এই বোনাস মিটিয়ে দিতে হবে। একই সঙ্গে উত্তরবঙ্গের বন্ধ চা-বাগানগুলিকেও ১০ দিনের মধ্যে খোলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই নির্ধারিত সময়ে বাগান না খুললে প্রয়োজনে অন্য উপযুক্ত সংস্থার হাতে তা তুলে দেওয়ার পথে হাঁটতে রাজ্য সরকার। শুক্রবার দাগাপুর কমপ্লেক্সের শ্রমিক ভবনে চা-বাগান সংক্রান্ত এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয়। শুক্রবারের বৈঠক থেকে চা শ্রমিকদের বোনাস দেওয়ার ঘোষণার পাশাপাশি বন্ধ বাগান, শ্রমিকদের সমস্যা এবং বাগানগুলির বর্তমান পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা হয়। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের শ্রম ও পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং, দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা, সাংসদ জয়ন্ত রায়, মনোজ টিগ্গা, প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন, বিশাল লামা, শ্রম দপ্তরের আধিকারিক এবং বিভিন্ন চা-বাগান কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিরা। এদিনের বৈঠক থেকে বাগান কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেওয়া হয়, পুজোর আগে শ্রমিকদের বোনাসের অর্থ দেওয়া নিয়ে কোনও টালবাহানা করা যাবে না। ৫ অক্টোবরের মধ্যে ২০ শতাংশ বোনাস দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ৪ মে নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর গত চার মাস ধরে চা-বাগান এবং শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ধারাবাহিকভাবে কাজ চলছে বলে বৈঠকে জানানো হয়। এছাড়াও বন্ধ চা-বাগান নিয়েও সময়সীমা বেঁধে দিল সরকার। বর্তমানে উত্তরবঙ্গে প্রায় ২৫ থেকে ৩০টি চা-বাগান বন্ধ আছে। আগামী ১০ দিনের মধ্যে সেগুলি খোলার নির্দেশ দেওয়া হল। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাগান চালু না হলে সরকার প্রয়োজনীয় কড়া পদক্ষেপ করবে। প্রয়োজনে অন্য উপযুক্ত সংস্থার হাতে বাগান তুলে দেওয়ার বিষয়টিও সরকারের বিবেচনাধীন হবে বলেই জানানো হয়। এদিন বন্ধ বাগানের সংখ্যা এবং তার প্রভাবের কথা বৈঠকে তুলে ধরেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা। তাঁর দাবি, উত্তরবঙ্গে বন্ধ থাকা প্রায় ২৫ থেকে ৩০টি বাগানের কারণে ৭০ থেকে ৮০ হাজার চা শ্রমিক এবং তাঁদের পরিবার সরাসরি সমস্যায় রয়েছেন। পুজোর আগে শ্রমিকদের বোনাস এবং বন্ধ বাগান খোলার সিদ্ধান্ত তাই শ্রমিকদের জীবন যাত্রায় সরাসরি প্রভাব ফেলবে।

গাড়ির ফিটনেসে কড়া নজর, বাড়াতে হবে রাজস্ব, উত্তরবঙ্গের পরিবহণ কর্তাদের নির্দেশ মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: পরিবহণ দপ্তরের রাজস্ব আদায় বাড়ানোর পাশাপাশি পরিবহণ ব্যবস্থায় সুরক্ষার নজরদারি জোরদার করার নির্দেশ দিলেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অর্জুন সিংহ। শুক্রবার শিলিগুড়ির শ্রমিক ভবনে উত্তরবঙ্গের পরিবহণ দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে গাড়ির ফিটনেস পরীক্ষা, স্কুলবাসের নিরাপত্তা, বডি ক্যামেরার ব্যবহার এবং সাধারণ মানুষের পরিষেবা দ্রুত দেওয়ার উপরে জোর দেন তিনি। শুক্রবার বিকেল ৩টেয় ওই বৈঠক হয়। পরিবহণ দপ্তরের উত্তরাঞ্চলের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পরিবহণ ও অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী আনন্দময় বর্মনও। এছাড়াও দার্জিলিঙের অতিরিক্ত জেলাশাসক (এমভি), পরিবহণ দপ্তরের উত্তরাঞ্চলের যুগ্ম অধিকর্তা, আরটিও, এআরটিও এবং মোটর ভেহিকল ইনস্পেক্টর-সহ উত্তরবঙ্গের আট জেলার বহু আধিকারিক বৈঠকে যোগ দেন। এদিনের বৈঠকে মন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন, গাড়ির ফিটনেস পরীক্ষায় কোনও ঢিলেমি রাখা যাবে না। এছাড়াও স্কুলবাস-সহ বিভিন্ন ধরনের যানবাহনের ফিটনেস নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে। একই সঙ্গে তৃণমূল স্তরে নজরদারি বাড়িয়ে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি। পাশাপাশি রাজস্ব সংগ্রহ বাড়ানোর কথাও বলেন তিনি।

পরিবহণ ব্যবস্থায় ই-অটোর সংখ্যা বাড়ানোর উপরেও জোর দেওয়া হয়েছে। মাঠে কাজ করা আধিকারিকদের দ্রুত বডি ক্যামেরা ব্যবহার করার নির্দেশ দেন তিনি। এমভিআই (টেকনিক্যাল) এবং এমভিআই (নন-টেকনিক্যাল)-দের সঙ্গে দপ্তরের কাজের সমন্বয় আরও বাড়ানোর নির্দেশ দেন মন্ত্রী। আরটিও ও এআরটিও অফিসগুলির পরিকাঠামো উন্নত করার বিষয়টিও বৈঠকে আলোচনায় উঠে ওঠে। এদিনের বৈঠক থেকে এর জন্য আলাদা অফিস তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় জমি চিহ্নিত করে প্রস্তাব তৈরি করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানোর উদ্যোগ নিতে বলা হয়। এক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন চেকপোস্ট তৈরির বিষয়েও পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দেন মন্ত্রী। শুধু তাই নয়, সাধারণ মানুষের সঙ্গে আধিকারিকদের আচরণ নিয়েও স্পষ্ট সতর্ক বার্তা দেন মন্ত্রী। এদিনের বৈঠকে মাঠপর্যায়ের আধিকারিকেরা তাঁদের সমস্যার কথাও জানান। নজরদারি ও অভিযান চালাতে আরও গাড়ি এবং জ্বালানি সাহায্য চাওয়া হয়। এছাড়াও দপ্তরের কাজের জন্য নতুন ও আধুনিক কম্পিউটার দেওয়ার দাবিও উঠে আসে। সাধারণ মানুষদের দ্রুত পরিষেবা দিতে বাহন পোর্টালের কার্যকারিতা বাড়ানোর অনুরোধ জানান আধিকারিকেরা।

হোমগার্ডদের দৈনিক ভাতা বাড়াল রাজ্য, ১ অক্টোবর থেকে কার্যকর নতুন হার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুজোর আগে হোমগার্ড স্বেচ্ছাসেবক ও হোমগার্ড অফিসারদের ডিউটি অ্যালাউন্স বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। ১ অক্টোবর, ২০২৬ থেকে সংশোধিত ভাতা কার্যকর হবে। স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দপ্তরের হোম গার্ড সেলের জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী, সব স্তরের হোমগার্ড কর্মীদের দৈনিক ভাতা ১১০ টাকা করে বাড়ানো হয়েছে। ফলে হোমগার্ড ভলান্টিয়ারদের দৈনিক ভাতা ৬৪৮ টাকা থেকে বেড়ে ৭৫৮ টাকা হচ্ছে। একই সঙ্গে বিভিন্ন পদাধিকারীদের ভাতাও বাড়ানো হয়েছে। ডেপুটি গ্রুপ কমান্ড্যারের ভাতা ৬৫৪ টাকা থেকে ৭৬৪ টাকা, গ্রুপ কমান্ড্যারের ৬৫৬ টাকা থেকে ৭৬৬ টাকা, ডেপুটি কমান্ড্যান্টের ৬৫৯ টাকা থেকে ৭৬৯ টাকা, হোম গার্ড কমান্ড্যান্টের ৬৬২ টাকা থেকে ৭৭২ টাকা এবং ডিস্ট্রিক্ট কমান্ড্যান্টের ৬৬৫ টাকা থেকে ৭৭৫ টাকা করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ হোম গার্ড সংস্থা এবং কলকাতা হোম গার্ড সংস্থার কর্মীদের ক্ষেত্রেই এই বর্ধিত ভাতা প্রযোজ্য হবে। অর্থ দপ্তরের অনুমোদনক্রমে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়েছে।

নাম ফেরানোর দাবি, সিইও অফিসেই পৌঁছল না বামেদের মিছিল!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: **ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাওয়া নাম ফেরানোর দাবি নিয়ে শুক্রবার সিইও অফিস অভিযানের ডাক দিয়েছিল বাম মহিলা সংগঠন। সংগঠনের লক্ষ্য ছিল ধর্মতলা থেকে মিছিল করে সিইও দপ্তরে যাওয়া, স্মারকলিপি দেওয়া। যদিও সেই মিছিল গন্তব্যে পৌঁছল না। শুক্রবার বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিটেই পুলিশের ব্যারিকেডে আটকে গেলেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, কনীনিকা ঘোষ বোসেরা। ব্যারিকেড পেরোনোর চেষ্টা ব্যর্থ হলে রাস্তার উপরেই বসে পড়েন বাম মহিলা কর্মী-সমর্থকেরা। সিইও অফিসে যাওয়ার দাবিতে সেখানেই অবস্থান শুরু করেন তারা। এসআইআরে নাম বাদ যাওয়া ভোটারদের নাম ফেরানো ছিল এদিনের কর্মসূচির মূল দাবি। বামেদের বক্তব্য, বহু ভোটারের আবেদন এখনও নিষ্পত্তি হয়নি। এর সঙ্গে জুড়েছে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণের দাবিও। এসআইআরকে ঘিরে নির্বাচন কমিশনের অন্দরের মতপার্থক্যের খবর প্রকাশ্যে আসার পর বিরোধী দলগুলির একাংশ এই দাবি তুলেছে।**

কর্মসূচির পরিকল্পনা অবশ্য বেশ পরিষ্কার ছিল। ধর্মতলা থেকে হাঁটতে হাঁটতে সিইও অফিসে যাওয়া হবে। সেখানে গিয়ে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে স্মারকলিপি দেওয়ার কথা। এদিনের কর্মসূচিতে ভোটার তালিকায় বাদ পড়া নাম ফেরানো, ভোটাধিকার নিশ্চিত করা এবং জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণ, এই দাবিগুলিই সামনে রাখে বাম মহিলা সংগঠন। মিছিল এগোতে গিয়ে বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিটে পুলিশের বাধার মুখে পড়ে, শুরু হয় টানাপোড়েন। ব্যারিকেড সরিয়ে সামনে যাওয়ার চেষ্টা হয়। শেষ পর্যন্ত আর এগোনো যায়নি। তখন রাস্তার উপর বসেই প্রতিবাদ শুরু করেন মীনাক্ষীরা। তাঁদের বক্তব্য, সিইও অফিসে গিয়ে স্মারকলিপি দিতে দিতে হবে। পুলিশ অনুমতি না দিলে অবস্থান চলবে বলেও জানানো হয়। কিন্তু, ভোটারের নাম ফেরানোর দাবিতে যে মিছিল সিইও দপ্তরে পৌঁছনোর কথা ছিল, সেটি দপ্তরের আগেই থেমে যায়। উল্লেখ্য, নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে ৬ অক্টোবর উপনির্বাচন। তার আগে এসআইআরে বাদ যাওয়া ভোটারদের নাম দ্রুত ফেরানোর দাবিতে চাপ বাড়াচ্ছে বামেরা। একই দাবিতে অন্য বিরোধী দলগুলিও নির্বাচন কমিশনের দপ্তরের উদ্দেশ্যে কর্মসূচি নিয়েছে।